যুগান্তর

তারিখ 23 NOV 2012 ... ...
পৃষ্ঠা ··২০·· কলাম ··· ৩ ······

# প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবে তোলপাড়

## তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন :২ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেয়ার নির্দেশ

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হয়েছে। এদিন বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে অভিভাবকরা জানিয়েছেন, ঢাকার বিভিন্ন স্থানে কথিত প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ঢাকা কলেজের একটি সিন্ডিকেট এবং ঢাকার বহুল প্রসিদ্ধ 'প্র', সিদ্ধেশ্বরী এলাকার 'ভি' আদ্যক্ষরের দুটি একাডেমিক কোচিং সেন্টার ওই প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িত। ফাঁসকারীরা প্রশ্নপ্রতি ৫০ হাজার টাকা করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই অভিযোগে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। পর পর দুই দিনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের শীর্ষ কর্মকর্তারা স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটিই করেননি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির অপর দুইজন সদস্য হচ্ছেন অধিদফতরের (ডিপিইর) পরিচালক (প্রশিক্ষণ) রুহুল আমিন ও মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিদ্যালয়) মোঃ আবুল কালাম। তদন্ত কমিটিকে পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, ওই রিপোর্ট পাওয়ার পরই প্রাথমিক সমাপনীর পরবর্তী পরীক্ষাগুলো বাতিল করা হবে কিনা— সে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এমএম নিয়াজ উদ্দিন।

এদিকে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে সারাদিনই মন্ত্রণালয়ে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে এ ব্যাপারে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। ভারপ্রাপ্ত সচিব এমএম নিয়াজ উদ্দিন প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে গাজীপুরের বিভিন্ন প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে ঢাকায় বিকালে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের তোলপাড় : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৮

### তোড়পাড় : ফাঁসের গুজবে

(২০ পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে সর্বশেষ দফায় বৈঠক করেন। এ বৈঠকেই যুগ্ম সচিব গিয়াস উদ্দিনকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বৈঠক শেষে দেশের সব জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারদের জরুরি সতর্ক বার্তা পাঠানো হয়েছে। তাদের কাছে গচ্ছিত পরবর্তী পরীক্ষার প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য এ জরুরি নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানান।

জানা গেছে, তদন্ত কমিটি বিকালেই তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। কমিটির সদস্যরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়ই বিজি প্রেসে প্রশ্নপত্র ছাপানো এবং সেগুলো প্রেরণের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন। আজ তারা ময়মনসিংহে অবস্থিত ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ) বা জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি পরিদর্শন করবেন। তদন্ত কমিটি সূত্রে জানা গেছে, বিজি প্রেস ও নেপ'র সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ছুটি বাতিল করে তাদের স্টেশনে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তদন্ত কমিটির প্রধান যুগ্ম সচিব গিয়াস উদ্দিন জানান, সব বিষয়ই খতিয়ে দেখা হবে এবং দেখা শুরু করেছি। সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ভারপ্রাপ্ত সচিব বৃহস্পতিবার বিকালে বলেন, প্রকাশিত সংবাদের তথ্যের সঙ্গে কিছু কিছু প্রশ্নের মিল পাওয়া গেছে। তবে আমরা প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এটা বলব না। তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পরই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

**দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা** : এবারের পরীক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে ২৬ লাখ ৪১ হাজার ১৯২ জন পরীক্ষার্থী ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৩ লাখ ২৮ হাজার ১১৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। পরীক্ষা সারাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এদিনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ মোতাহার হোসেন এমপি গাজীপুর পরীক্ষা কেন্দ্র মেঘডুবি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, জিকে আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ধীরাশ্রম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রানীবিলাস মনি বালক উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এমএম নিয়াজউদ্দিন, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ও গাজীপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের [illegible] করেন এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। কচিকাঁচা পরীক্ষার্থীরা প্রতিমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, সমাপনী পরীক্ষা দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা। বর্তমান সরকার শিক্ষা বোর্ড ব্যতীত এ বছর চতুর্থবারের মতো প্রশাসন, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক ও জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় সমাপনী পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করছে। এ পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বছর পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে শতকরা ১০ ভাগ সৃজনশীল প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আগামী বছর শতকরা ৫০ ভাগ সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার মাধ্যমে শৈশবকাল থেকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মননশীল মেধার অধিকারী করে জাতিকে উন্নয়নের শীর্ষে নিয়ে যেতে বর্তমান সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। তিনি আরও বলেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তাই শিশুদের মেধা বিকাশে নতুন কারিকুলাম প্রণয়নের মাধ্যমে আগামী বছরের জন্য নতুন বই ছাপানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ওপর বইয়ের বোঝা বেশি হওয়ায় নতুন কারিকুলামে প্রতি শ্রেণীর সব বিষয়ের ওপর থেকে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা কমানো হয়েছে।

**প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড** : সরকার কেন্দ্র প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের চিন্তাভাবনা করছে। অর্থ বরাদ্দ পেলেই প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ মোতাহার হোসেন।

বৃহস্পতিবার সকালে গাজীপুর সদরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিনা বোর্ডেই এই পরীক্ষা চলছে। এর যাবতীয় কাজ পরিচালনার জন্য শিগগিরই আলাদা বোর্ড বা সংস্থা গঠন করা হবে। তিনি বলেন, ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশনের মাধ্যমে বর্তমানে এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কাজ হয়। অর্থ সংকুলান হলে জনবল নিয়োগ ও বিভাগীয় পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে এর সম্প্রসারণ করা হবে।